দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 10 2002

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ...২...

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল সরকারী পর্যবেক্ষণে আনা হবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোকে সরকারী পর্যবেক্ষণে আনা হবে। কোন কিন্ডারগার্টেন কিভাবে চলছে, কত ফি নেয়, পাঠক্রম কি তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। গতকাল শনিবার জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক এ তথ্য জানান। মন্ত্রী জানান যে, ইতিমধ্যেই কয়েকটি কিন্ডার গার্টেনের পাঠক্রম সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিপন্থী বিষয় রয়েছে। সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারণ দর্শাও নোটিস জারি করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষা ও চেতনার পরিপন্থী বিষয় পড়ানো হয়। সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখা হবে না।

সবাই ঢাকা থাকতে চান

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক অপর এক প্রশ্নের জবাবে জানান, সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা সবাই ঢাকা থাকতে চান। তাই অনেক স্থানে শিক্ষক সংকট আছে। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে আইনমন্ত্রীর এলাকায় একটি স্কুলে দুজন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা সেখানে গিয়ে ঠিকই যোগদান

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

কিন্ডার গার্টেন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করেন। কিন্তু এরপর তারা কোথায় গেছেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৯৬-১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৬ হাজার ৪শ' ৪৪টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়। যার মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল ১ হাজার ৯শ' ৩৭টি এবং মাদ্রাসা ১ হাজার ১শ' ৭৫টি।

৩০ বছরে ৩৭ হাজার

অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক জানান, ১৯৭২ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত দেশের ৩৭ হাজার ৭শ' ১০টি স্কুলকে সরকারী করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭৩ সালে সরকারীকরণ করা হয় ৩৬ হাজার ১শ' ৬৬টি, ১৯৭৭ সালে ৫শ'টি, ১৯৮৬ সালে ৯৯৮টি, ১৯৮৭ সালে ৪০টি, ১৯৯২ সালে ১টি, ১৯৯৪ সালে ৫টি স্কুলকে সরকারীকরণ করা হয়। এ সময়ে বিলুপ্ত করা হয় ৩৬টি স্কুল।